জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৮শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 14tn Dec. 1960 | ৩০শ সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. ৬২৮৬।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই; অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

উন্নত ডাফ্‌সা ও নিপুণতা আবরে।

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. M. 15.

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

বাংলার বিপদের শেষ নাই

কিছুদিন আগে সমস্ত পশ্চিম বাংলাই বিহারে সমর্পিত হইতে চলিয়াছিল। যিনি সম্প্রদাতা ছিলেন তিনিই বাংলার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। তারপর সকলেই জানেন—অন্যের পরাজয় হইল উপনির্ব্বাচনে। চমকে গেলেন প্রদত্তদাতা। নিজে নিজের পরাজয় ঘোষণা করলেন—জনমতের কাছে আমার পরাজয় হয়েছে। দান কর্ম্ম বিঘ্নিত হইল।

ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা যিনি তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষার বলি এই বেরুবাড়ী, তেমনি যদি বেরুবাড়ী রক্ষা পায় তো পাবে নচেৎ রক্ষক যদি ভক্ষক হয় কে রাখে তাহারে।

লোকের মন বেরুবাড়ীর জন্যে খুব বিক্ষুব্ধ এমন সময় গুজব রটিয়াছে বেরুবাড়ী অঞ্চলের অনতিদূরে নেতাজীর আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। মিথ্যা হইলে খোস খবর কি ঝুটা আচ্ছা।

ইনিই ছদ্মবেশী নেতাজী বসু

ফালাকাটার নিকটস্থ গ্রামে রহস্যময় সাধুর দর্শনে হাজার হাজার লোকের ভীড়

জলপাইগুড়ি ১২ই ডিসেম্বর ইনিই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ইনিই ছদ্মবেশী নেতাজী। একথা কেবল সাধারণ লোকে নহে, জ্ঞানীগুণী শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বলিতেছেন। যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদেরই নাকি সংশয় ভঞ্জন হইয়াছে। মাত্র একবার তিনি 'দর্শন' দিয়াছেন—মাত্র একবার ২রা ডিসেম্বরে। যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহারাও বলিতেছেন, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান!

লোকে বলে, এই রহস্যময় সাধু কোন এক ভূগর্ভাশ্রয়ে অবস্থান করেন। কাহারও দর্শন মিলে না। কেহ বলে, তিনি হিমালয়ের অপর প্রান্ত হইতে আসিয়াছেন। একদিন দাবানলের মত এই বার্তা রটিয়া যায় যে, এই দর্শনদুর্ল্লভ সাধু ২রা ডিসেম্বর লোকের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইবেন। সকাল হইতে হাজার হাজার মানুষ সাধুর অনুমিত বাসস্থলের নিকট সমবেত হয়। সাধু সত্যিই দর্শন দেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ঝলকের মত দর্শনার্থীদের মনে একটিমাত্র কথা খেলিয়া যায়—এ কে? এ কি সেই? সেই আমাদের নেতাজী?—বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই নেতাজী বসু?—হ্যাঁ এই তো সেই। এমন সাদৃশ্য মিথ্যা হইতে পারে না।

অথচ ফালাকাটার কাছে শোলমারী গ্রামের এই সাধুর কথা গত দুই বৎসর ধরিয়া এই এলাকায় তিলে তিলে ছড়াইয়াছে। গত পূজায় দুই শত কৃষক তাঁহার জমিতে লাঙ্গল দিয়াছে, সব্জী ফলাইয়াছে এবং তাহা ফালাকাটায় বিক্রয় হইয়াছে। শিষ্যদের মুখে মুখে এই কথা ছড়াইয়াছে যে, তিনি এই এলাকায় এক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন করিতেছেন। একারণ আবেদন করিবার জন্য বিজ্ঞাপনও প্রচারিত হয়। বিজ্ঞাপনে এম-এ, এম, এস-সি, ডি-লিট প্রভৃতি চাওয়া হইয়াছে। ফালাকাটা ও আশেপাশের বহু লোক নাকি সাধুকে ভূদান করিয়াছে এবং এক সময় ভূদানের যেন হিড়িক পড়িয়া যায়; এই রহস্যময় সাধুর হাতে ইতিমধ্যেই কয়েক শত একর জমি আসিয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা সন্দিগ্ধ তাঁহারা এমন কথাও বলিয়াছেন যে, সাধুর তহবিলের উৎসটি হিমালয়ের অপর প্রান্তে, নতুবা এমন বেহিসাবী টাকা কোথা হইতে আসিবে? সাধুবেশে চর!

কিন্তু সর্বশেষ গুজব সমগ্র কাহিনীর রঙ পাল্টাইয়া দিয়াছে। গুজব বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে এবং দর্শনার্থীদের নিকট প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিরাও আর ইহাকে গুজবের ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারিতেছেন না। তবে কি? তবে হ্যাঁ। ইনিই তিনি। সেই একান্ত কাম্য একান্ত বাঞ্ছিত। তিনি—তিনি আসিয়াছেন। সকলেই বলিতে সুরু করিয়াছেন, আহা, ইহা যেন সত্য হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কন্যা অনীতা তাঁহার মাতৃসকাশ হইতে বিমানযোগে পিতৃপিতামহের আবাসভূমি কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন।

দমদম বিমানঘাটিতে আত্মীয়স্বজন, পিতার গুণমুগ্ধ কলিকাতাবাসীগণ, সাংবাদিকগণ কর্ত্তৃক সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়া বসু পরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া এলগিন রোডস্থিত পিতৃভবনে সাদরে গৃহীত হইয়াছেন।

তাঁহার পিতৃগুরুপত্নী বাসন্তী দেবী সকাশে তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য গত সোমবার বৃদ্ধা বাসন্তী দেবীর আলিঙ্গনে যে দৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা কলিকাতার যুগান্তর পত্র হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

এ যে বোস বাড়ীর মেয়ে

কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর এ যে বোস বাড়ীর মেয়ে, ঠিক ছোটবেলার বুয়ীর মতো অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে এই কয়টি কথা বলিয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তাঁহার দুইখানা শীর্ণ হাতে অনীতার মুখ তুলিয়া ধরেন। তারপর তিনি 'সুভাষের' কন্যাকে বুকে চাপিয়া অঝোরে কাঁদিতে থাকেন। চোখের জল চোখের জলকে টানিয়া আনে। অনীতা ছোট্ট শিশুর মতো কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন, 'আমি জানি আমার বাবা আপনার কাছে কতখানি ছিলেন, (আই নো হোয়াট মাই ফাদার হ্যাজবিন টু ইউ)।

এ কান্না আর থামিতে চাহে না। না থামেন সুভাষচন্দ্রের গুরুপত্নী, না থামেন তাঁহার কন্যা। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর বুকে মুখ গুঁজিয়া অনীতা ফোঁপাইয়া কাঁদিতে থাকেন, আর তিনি তাঁহার মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া নীরবে চোখের জল ফেলেন। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী মৃদুকণ্ঠে ইংরাজীতে তাঁহার 'সুভাষের' কথা বলেন। অনীতা তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় দিয়া তাহা শোনেন ও তাঁহার গণ্ডদেশ বহিয়া অঝোরে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতে থাকে।

অনেক কথা, অনেক স্মৃতি, অনেক ইতিহাস বলা হইয়া গেলেও অনীতা উঠিতে চাহেন না। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর গলা জড়াইয়া তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া ভেজা চোখ বুঁজিয়া থাকেন। বোধ হয়, এখানেই তিনি সত্যিকারের ঠাকুরমাকে পাইয়াছেন।

[অবশিষ্টাংশ ৫ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে।

তত্ত্বকথা

—•—

ঋষি-দত্ত তত্ত্ব মানে পারমার্থিক জ্ঞান।
সে মানে করে না কিন্তু যত Gentleman.

তত্ত্বের তথ্য বোঝে না পাশ ক'রে এম-এ, বি-এ।
(তত্ত্ব) বুঝতে পারে হাড়ে হাড়ে দিলে মেয়ের বিয়ে॥

যোগের তত্ত্ব শিবের কাছে শুনিতেন পার্ব্বতী।
তাতে সভ্য সমাজের কিবা লাভ কিবা তাতে ক্ষতি॥

প্রাণীতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব আদি।
সামাজিক ব্যাপারে সে সব লভেছে সমাধি॥

এ তত্ত্বের মূলে রয়েছে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।
এতে বর পক্ষের খুবই শুভ কন্যা পক্ষের মন্দ॥

একে পণের টাকায় কনের বাবার ঘোচে ভিটের স্বত্ত্ব।
তার উপরে বছর বছর রকম রকম তত্ত্ব॥

প্রথম তত্ত্ব গায়ে হলুদে বরের বাবাই করে।
মাছ দই আর মিষ্টি বাদে সব ফিরে পায় ঘরে॥

হায় বেচারী কনের বাবা এতে কি লাভ তার।
বরং বাহকগুলোর বিদায় করা নগদ গুণাগার॥

এ সব জিনিসগুলির উপর তাকে রাখতে হয় যে দৃষ্টি।
জানে উচ্চ হৃদয় বেহায় মশাই সব রেখেছে লিষ্টি॥

মিলিয়ে নেবেন সকল জিনিস একটি কমতি হ'লে।
মেয়ের দফা করবে রফা বচন হলাহলে॥

প্রথম তত্ত্ব মেয়ের বাবার ফুলশয্যার দিনে।
যথাসাধ্য রকমারী ভাল জিনিস্ কিনে॥

যত রকম দেক্ না জিনিস্ যত হোক্ না দাম।
বেয়াই বেয়ানের কাছে খুব কম লোকে পায় নাম॥

তত্ত্ব এল শাঁক বাজিল হয়েই অবগত।
পাড়াপড়শী কুটুম জোটে শকুন পড়ার মত॥

অনাহূত রবাহূত জমে গিয়ে তথা।
বরের ঘরের চেয়ে পরের কাঁ্যাট ক্যাটানি কথা॥

বুঝবে তারা যাদের ছেলে যারা দিল ঝি।
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল তোদের বাবার কি॥

এ সব জিনিস্ পত্র খাবার দাবার পাবি না এক কণা।
মিছেমিছি করে মরিস্ নিন্দে আলোচনা॥

তত্ত্ব নিয়ে যায় যাহারা শুনায় তাদের যা তা।
এক এক সিকি দিয়ে বরের বাবা সাজেন কর্ণদাতা॥

পরবে পরবে ক্রমে চলে তত্ত্বপ্রথা।
না দিলে শুনিবে মেয়ে কত তত্ত্বকথা॥

জষ্ঠি মাসে জামাই ষষ্ঠী আসিবেন জামাই।
আবার তত্ত্ব দিতে হবে যাতে বাড়ীর লোকে খায়॥

আষাঢ় মাসে রথের তত্ত্ব শ্রাবণে ইলিস্।
মূল কথা আপত্তি নেই বারে বারে দিস্॥

পূজোর তত্ত্ব বড় তত্ত্ব আসেন মা ভবানী।
মেয়ের বাবা খায় এ সময় নাকানি চোবানি॥

আসিছেন আনন্দময়ী বলে সকল লোকে।
মেয়ের বাবার কি আনন্দ শিরায় শিরায় ঢোকে॥

জামাতা দশম গ্রহ তস্য প্রসবিনী।
তত্ত্বজ্ঞানে ধরে মূর্ত্তি মহিষমর্দ্দিনী॥

অবস্থাটা হোক্ না যেমন বুলি ঝাড়েন লম্বা।
এদের বিচার করিস্ না মা কেন জগদম্বা॥

নেবো খাবো দিবো না এই মন্ত্র জপে এরা।
এদের পুরুষগুলো এদের কাছে যেন আস্ত ভেড়া॥

এদের 'ভাইস্' আছে 'ভয়েস' নাইকো
নয়কো এরা কেউ।
নারীর হঁয়ে হঁ দেয় এরা বাঘের পেছন ফেউ॥

"গ্যারাণ্টি"তো পাওনি বাবু মেয়ে হবে নাকো।
মেয়ে হলেই এমনি ঠেলা তৈরী হয়ে থাকো॥

যা নিয়েছ যা বলেছ যায়নি কেহ ভুলে।
তোমাকে যে বধ করিবে বাড়িছে গোকুলে॥

বেরুবাড়ী

—•—

লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির পর বেরুবাড়ী সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য উদঘাটিত হইয়াছে এবং মিথ্যা-বাদী কে তাহাও ধরা পড়িয়াছে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানাইয়াছেন। আজ নূতন কথা জানা গেল যে, বেরুবাড়ী হস্তান্তরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া বিধানসভায় প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরেও উভয় সরকারে পত্রালাপ হইয়াছে এবং ডাঃ রায়ের গবর্ণমেণ্ট কোন সময় বলেন নাই যে, বেরুবাড়ী হস্তান্তরে তাঁহাদের আপত্তি আছে। ডাঃ রায়ের আচরণে জহরলাল নেহরু ইহাই বুঝিয়াছেন যে, বিধানসভার প্রস্তাব বাত কি বাত মাত্র, ডাঃ রায় উহা সামলাইয়া নিতে পারিবেন। এত বড় একটা গুরুতর কাজে ডাঃ রায় আগাগোড়া দু'মুখো নীতি চালাইয়া গিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ উভয়কেই সমানে ধাপ্পা দিয়া গিয়াছেন। ইহারই পরিণাম তাঁর আজিকার ল্যাজে গোবরে অবস্থা। যে চীফ সেক্রেটারীর দোষে আজ এই শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তিনি তাঁহাকে অবসর গ্রহণের পরেও ছাড়েন নাই, তাঁহাকে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় এই ব্যক্তির পেন্সন বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিচার করা কর্ত্তব্য। কমনওয়েলথ সেক্রেটারীর নোটে একটি বিষয়ের উল্লেখ নাই। পাকিস্থানে তখন মশারফ হোসেনের স্বার্থ ছিল এবং উহারই জন্য বেরুবাড়ীর উপর দাবী উঠিয়াছিল। পাকিস্থান হিলির উপর দাবী তুলিয়া পাল্টা হিসাবে বেরুবাড়ী চাহিয়া বসে। চীফ সেক্রেটারীর ঘটে বুদ্ধি এবং দেশের প্রতি মমতা থাকিলে ধাপ্পাটা তিনি ধরিতে পারিতেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ যে হাস্যকর অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাহা ঘটিত না। সত্যেন রায় অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারিতেন যে, হিলির উপর পাকিস্থানের কোনরূপ দাবী থাকিতে পারে না, সুতরাং বেরুবাড়ীর প্রশ্নও ওঠে না। তিনি বেরুবাড়ীর টোপ গিলিয়া ভাবিলেন মস্ত জিৎ জিতিলাম। সত্যেন রায় ইংরেজের বিশ্বস্ত দাস ছিলেন, স্বাধীনতার প্রাক্কালে যে কয়জন সিভিলিয়ান ইংরেজকে ভারত ত্যাগে নিষেধ করিয়া দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধান। ইংরেজ তাঁহাকে কোন সময়েই দক্ষ অফিসার বলিয়া দুর্নাম দেয় নাই। দায়িত্বপূর্ণ পদে অযোগ্য লোক বসানো কংগ্রেস

সরকারের বিশেষত্ব, কিন্তু এরূপ একটি লোকের দোষে সমগ্র দেশের স্বার্থ এবং সুনাম কতটা বিপন্ন হইতে পারে সত্যেন রায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। টাকা পয়সার ব্যাপারে ডাঃ রায় এত ব্যস্ত যে দেশের কাজে মন দিবার তাঁরও সময় নাই। অযোগ্য এবং অসাধু গবর্ণমেন্টের দেশদ্রোহিতায় বাধা দিলে তাহাতে দেশবাসীর মর্য্যাদা বাড়ে, বাঙ্গালীজাতি ইহা মনে রাখিয়া বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রতিরোধে অবিচল থাকিলে বাঙ্গালীর উপযুক্ত কাজ হইবে। 'যুগবাণী'

সংবিধান সংশোধনে সাহায্য করিয়া বেরুবাড়ী পাকিস্থানের হাতে তুলিয়া দিবেন না

নয়াদিল্লী, ১০ই ডিসেম্বর আজ এখানে নিখিল ভারত বেরুবাড়ী সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। সম্মেলন নেহরু-নুন চুক্তি অনুসারে পাকিস্থানকে বেরুবাড়ী হস্তান্তর নিমিত্ত সংবিধান সংশোধন না করিতে সংসদের সদস্যদের প্রতি আবেদন জানান। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বেরুবাড়ী সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মনোভাব সমর্থন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, বেরুবাড়ীর হতভাগ্য অধিবাসীদের (ইহাদের অধিকাংশ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু) পূর্ব পাকিস্থান সরকারের 'অকরুণ হাতে' সঁপিয়া দিলে গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করা হইবে। সম্মেলনে নিম্নলিখিত কারণে প্রস্তাবিত বেরুবাড়ী হস্তান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়—নেহরু-নুন চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বেরুবাড়ীর অধিবাসীদের অথবা পশ্চিমবঙ্গ বিধান মণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নাই। প্রস্তাবে এ-কথা বলা হইয়াছে যে, সুপ্রীম কোর্টের সুনির্দিষ্ট ঘোষণা পরিপ্রেক্ষিতে বেরুবাড়ী সংক্রান্ত ভারত পাকিস্থান চুক্তি 'সংবিধান-বিরোধী কার্য।'

বিপজ্জনক নজীর

স্বতন্ত্র পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী এন, সি, চ্যাটার্জি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, "আশ্চর্য্যের কথা, একটি অঙ্গ-রাজ্যের এলাকা পররাষ্ট্রকে দান করা হইতেছে, অথচ সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ কিংবা রাজ্যের বিধানমণ্ডলী, মুখ্যমন্ত্রী বা সরকারের সহিত পরামর্শ করা হয় নাই। ইহা একটি বিপজ্জনক নজীর।"

অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি (কমু), অধ্যাপক রাম সিং (হিন্দু মহাসভা), শ্রীত্রিদিব চৌধুরী (আর, এস, পি), শ্রীপ্রমথনাথ ব্যানার্জি (পি-এস-পি), শ্রীব্রজনারায়ণ ব্রিজেশ (হিন্দু মহাসভা) ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল (ফরোয়ার্ড ব্লক) সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

ভাল বন্দোবস্ত

কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ করিবার পর হইতেই ইউ, সি, ধেবর ছোঁক ছোঁক করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। মন্ত্রীসভায় কাহার দপ্তরে টান পড়ে—এই ভয়ে অনেকেই কাঠ হইয়াছিলেন।

সবাই নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন—তাঁহাকে আর ভাসিয়া বেড়াইতে হইবে না, একটা সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। ভারত সরকার "তপশীলী সম্প্রদায়ের পৃথক সত্তা বজায় থাকিবে কি না" তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি অফিসারের পদ সৃষ্টি করিয়া সেই পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। বেতন সামান্যই—এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সমান—গাড়ী, বাড়ী, ইলেক্ট্রিক প্রভৃতি ছাড়া হাজার দুই টাকা মাত্র। 'যুগবাণী'

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জানান যায় যে মুর্শিদাবাদ এষ্টেট একুইজিসন বিভাগের কর্তৃত্বাধীন (১) খেজুরিয়া ফরাক্কা ফেরী সমষ্টি (Khejuria Farakka Group Ferries) যাহা ষ্টিম বা মোটর লঞ্চ সার্ভিস দ্বারা পারাপার করিতে হইবে। (২) ধুলিয়ান দেওনাপুর ফেরী সমষ্টি (Dhuliyan-Deonapur Group Ferries) এবং (৩) ধুলিয়ান গ্রুপ অফ খুঁটাগাড়ী (Dhuliyan Group of Khutagaries) পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট এষ্টেট ম্যানুয়ালের ৭৫ নিয়ম এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী সাপেক্ষে এবং পৃথক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রচারিত সর্তাধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারীর এজলাসে ১৯।১২।৬০ তারিখে বেলা ১১ ঘটিকার সময় প্রকাশ্য ডাকে ইং ১৯৬১ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখ হইতে ১৯৬১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত করা হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। ডাকের সর্তাবলী ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে ডাকের তারিখের ৭ দিন পূর্ব্ব হইতে দেখা যাইবে; ইজারা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ধার্য্য তারিখ উপস্থিত হইয়া ফেরী ঘাট ও খুঁটাগাড়ী ঘাট ডাক করিতে পারেন।

স্বাক্ষর—এস, দত্ত
অতিরিক্ত জেলা শাসক
এষ্টেট একুইজিসন, মুর্শিদাবাদ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই জানুয়ারী ১৯৬১

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৩৫ থাং ডিঃ কানাইলাল রায় দিং দেং রামা মাহাতো দিং দাবি ১৬ টাকা ৯১ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সাহাজাদপুর ৫০ শতকের কাত ১।৭ আঃ ৩৲ আদালত মূল্য ১৫০৲ কোর্ফা স্বত্ব

১৬ খাং ডিঃ সৌরেন্দ্রনাথ রায় দেং অজিতকুমার ঘোষ দিং দাবি ৬৪ টাকা ২৩ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বিজয়পুর ৭·৯৩ শতকের কাত ৫৩৮/১৭৷৹ আঃ ৫০৲ আদালত মূল্য ২৪০০৲ খং ৫২৯, ৫২১, ৫২৪, ৫৩১

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই জানুয়ারী ১৯৬১

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

১৫ মনি ডিঃ মহম্মদ জায়গীর হোসেন দেং জয়মঙ্গল সিংহ দাবি ৬৮৯ টাকা ৩৮ নঃ পঃ থানা ফরক্কা মৌজে গোবিন্দরামপুর ৫৬ শতকের কাত ৮৵০ দেন্দারের ⅓ অংশ আঃ ৪০০৲ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ২-৮৫ শতকের কাত ৮৮৵১০ দেন্দারের ⅓ অংশ আঃ ১০০৲

(২য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমের জের)

তাই এই পরম আশ্রয় ছাড়িয়া উঠিতে অনীতার মন চাহে না। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পর অনীতাকে লইয়া শ্রীঅরবিন্দ বসু শ্রীমতী ললিতা বসু ও তাঁহাদের পিতা শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু দেশবন্ধুর সহধর্মিণী ও সুভাষচন্দ্রের গুরুপত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর নিকটে যান। সুভাষচন্দ্র শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন এবং বসু পরিবারের সকলেরই তিনি 'মা' ছিলেন। অনীতার জ্ঞাতি ভ্রাতা-ভগ্নীগণ সকলেই তাঁহাকে ঠাকুরমা বলিয়া ডাকেন। অনীতা গাড়ী হইতে নামিয়া বসিবার ঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে বহু স্মৃতি ও ইতিহাস বুকে লইয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তাঁহার দুইখানি শীর্ণহাতে অনীতার মুখখানা তুলিয়া ধরেন ও প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলেন,—'এ যে বোস বাড়ীর মেয়ে, ঠিক ছোট বেলার বুয়ীর মতো।' স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুর তৃতীয়া কন্যার ডাক নাম 'বুয়ী'। উহা বলিয়া তিনি কাঁদিতে থাকেন। অনীতার মুখখানা তখন তাঁহার দুইহাতের মধ্যে ধরা। এই সময় শ্রীঅরবিন্দ বসু তাঁহাদের ধরিয়া বসাইয়া দেন। সোফায় বসিয়া ঠাকুরমা ও নাতনী উভয় উভয়কে চোখের জলের মধ্য দিয়া চিনিতে আরম্ভ করেন। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর বাড়ীতে অনীতা পৌঁছিবার খবর নফর কুণ্ডু রোডে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে বহু লোক জমায়েত হয় এবং সকলেই আসিয়া অনীতাকে দেখিয়া যান। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী সোনার একজোড়া কানবালা দিয়া অনীতাকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং উহা তিনি নিজে তাঁহার কানে পরাইয়া দেন।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

রঘুনাথগঞ্জ — সদরঘাট

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

চ্যবনপ্রাশ

বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত যাবতীয় কবিরাজী ঔষধের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

নেতাজী ও স্বামীজী
আবির্ভাব দিবস পালন
পরিচালনা অগ্নি ফৌজ

স্থান পরে জানানো হইবে

তারিখ ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৬১ সময় বেলা ৪ ঘটিকা

আগামী ১২ই ও ২৩শে জানুয়ারী ১৯৬১ তারিখে স্বামীজী ও নেতাজীর আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে আমরা নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যদি জাতীয় জীবনের চরম সংকটের দিনে আবার স্বামীজী ও নেতাজীর আদর্শকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তবেই আমাদের ব্রত সার্থক হবে। সর্ব্বসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি।

অভিবাদন সহ—পরিচালক মণ্ডলী, অগ্নি ফৌজ।

প্রতিযোগিতা—১। প্রবন্ধ (বড়দের জন্য) বিষয়বস্তু—"সুভাষচন্দ্র ও তরুণ সমাজ"

২। প্রবন্ধ (ছোটদের জন্য) বিষয়বস্তু—"বালক বীরেশ্বর" (স্বামীজীর জীবনী অবলম্বনে) (১৪ বৎসর পর্য্যন্ত)

(বড়দের ও ছোটদের একই নিয়ম)

(ক) বাইশে জানুয়ারী সকাল সাত ঘটিকার মধ্যে লেখা (দুই কপি) প্রতিযোগিতা কমিটির কাছে পাঠানো চাই। (খ) ফুলস্কাপ কাগজে পরিষ্কার করে ১২০ (একশ কুড়ি) লাইনের মধ্যে লেখা সম্পূর্ণ হওয়া চাই। (গ) নিজের নাম ও পুরো ঠিকানা অবশ্যই দিতে হবে।

আবৃত্তি—১। বড়দের নজরুল ইসলামের 'সঞ্চিতা' থেকে "কুলি-মজুর" (সাম্যবাদী)

২। ছোটদের—নজরুল ইসলামের সঞ্চিতা' থেকে "লিচু-চুরি" বা "খুকু ও কাঠবিড়ালী" (১২ বৎসর পর্য্যন্ত)

বিতর্ক—(সকলের জন্য) বিষয়বস্তু—'ভেতো বাঙ্গালীকে দিয়ে আজ কিছু হবে না।"

নিয়ম—(ক) সময় নির্দিষ্ট ৫ মিনিট (খ) প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে অন্ততঃ একজন পক্ষে এবং একজন বিপক্ষে থাকিবেন। জানিয়া রাখুন—

(ক) প্রতিযোগীরা নিজ নাম ও ঠিকানা দেবেন। (খ) বড়দের প্রবেশ মূল্য ৫০ নয়া পয়সা ছোটদের প্রবেশ মূল্য ২৫ নয়া পয়সা। (গ) যদি কোন প্রতিযোগী তিনটি বিষয়ে যোগদান করেন তাহা হইলে প্রবেশ মূল্য সর্ব্বসমেত ১.০০ লাগবে।

(গ) যোগদানের শেষ তারিখ ২২শে জানুয়ারী, ১৯৬১ ; নিম্নোক্ত ঠিকানায় নাম দেবেন—

শ্রীপার্থসারথি নাথ, অগ্নি-ফৌজ, হরিদাসনগর পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

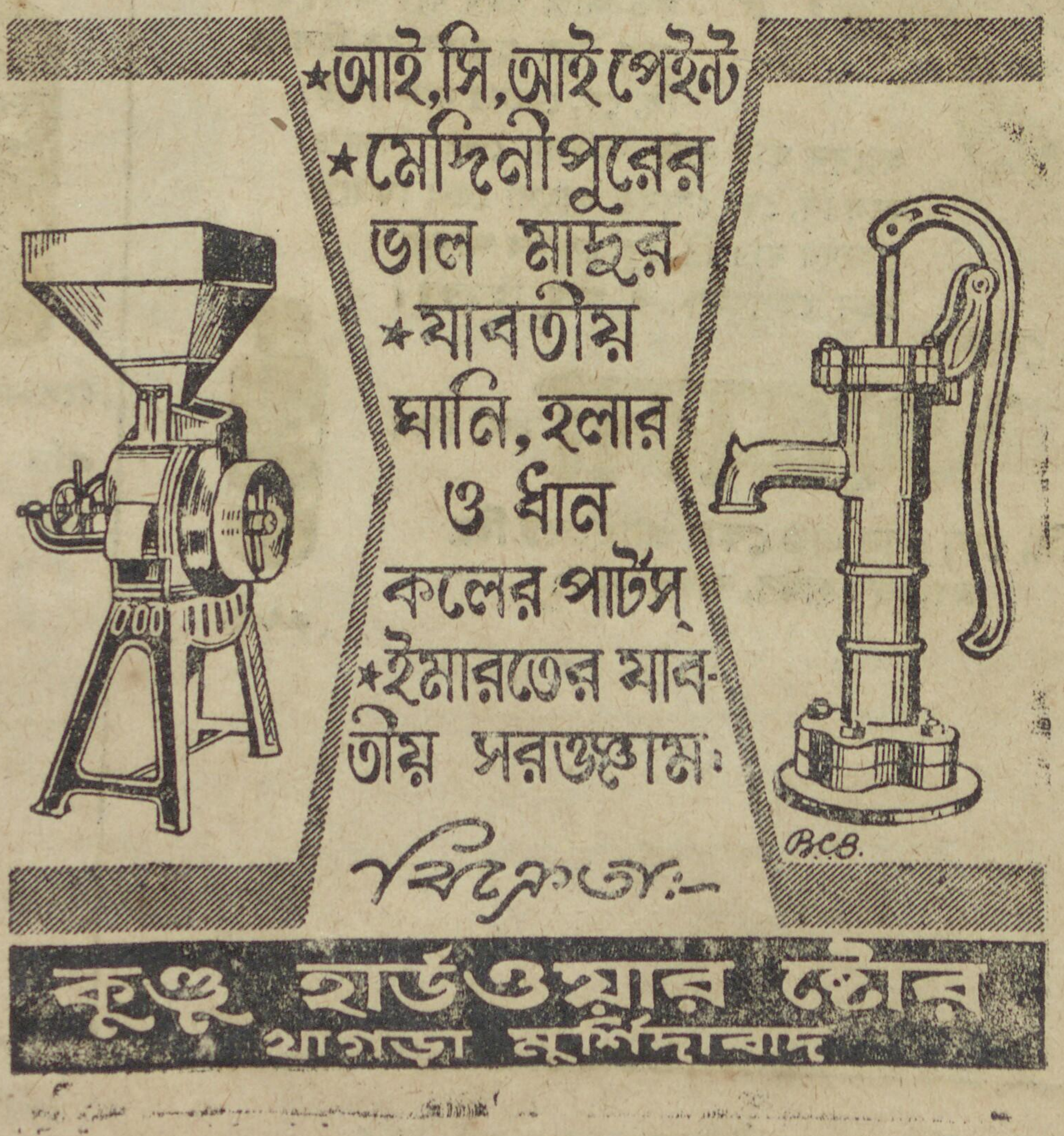

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটি আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৫৭১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার প্রভৃতি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট:—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিন্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।